খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 83 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 20 March, 2026 ● ৫ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোনঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্যঃ ৩ টাকা ● Page 4

আগরতলা পুরনিগম এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহের লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ

আগরতলা পুরনিগমের অধিকাংশ এলাকায় জল সরবরাহের জন্য উন্নতমানের ডি.আই পাইপ ব্যবহার করা হয়: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা ১৯ মার্চ ঃ আগরতলা পুরনিগমের অধিকাংশ এলাকায় জল সরবরাহের জন্য উন্নতমানের ডাকটাইল আয়রন (ডি.আই) পাইপ ব্যবহার করা হয়। মূল পাইপলাইনগুলি সবই ডাকটাইল আয়রন পাইপ। গলিপথগুলিতে আগে পিভিসি পাইপ ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে আরও উন্নত তথা হাইডেনসিটি পলিথাইলিন (এইচডিপিই) পাইপ ব্যবহার করা হচ্ছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় আগরতলা পুরনিগম এলাকায় জল সরবরাহ সম্পর্কিত বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা এতথ্য জানান। তিনি জানান, অনেক এলাকাতেই পুরোনো পাইপ পরিবর্তন করে নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। এরমধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ পুরোনো পাইপ পরিবর্তন করা হয়েছে। আরও কিছু পাইপলাইন পরিবর্তন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় ১৩টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এস.ডব্লিউ.টি.পি) ও গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (জিডব্লিউ.টি.পি)-এর মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ৩১টি মোডিফায়েড আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট (এমআইআরপি) এবং ৬টি প্যাকেজড টাইট আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট (পিআইআরপি) ও ৭৭টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়। তিনি বলেন, আগরতলা পুরনিগম এলাকায় যে পরিমাণ জল সরবরাহ করা হয় তার মধ্যে ২৫ শতাংশ সারফেস ওয়াটার এবং ৭৫ শতাংশ গ্রাউন্ড ওয়াটার। যে সমস্ত এলাকায় জলে আয়রনের পরিমাণ বেশি থাকে সেখানে দপ্তর জি.ডব্লিউ.টি.পি. এমআইআরপি/ পিআইআরপি তৈরি করে আয়রনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় এনে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। মখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা পুরনিগম এলাকায় ১৪০৭৫২টি পরিবার রয়েছে। এরমধ্যে ৯০২৬১টি পরিবারের ৩৬১০৫০ জনকে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন ৭০ মিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করা হচ্ছে। যে সকল পরিবারকে জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি তাদের মধ্যে অনেকেই রাস্তার পার্শ্ববর্তী হাইড্রেন্ট থেকে জল সংগ্রহ করে। অনেকের বাড়িতে নিজস্ব সোর্স হিসেবে স্যালু টিউব ওয়েল। স্মল বোর টিউব ওয়েল রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলের গুণগতমান পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে জল পরীক্ষাগার আছে। প্রতিদিন সেখানে জলের গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক ওয়ার্ডে স্বসহায়ক দলের সদস্যদের অমরুত মিত্র হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তারা দপ্তর থেকে দেওয়া ফিল্ড টেস্ট কিট (এফ.টি.কে)-এর মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জলের গুণগতমান পরীক্ষা করে জল ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জানিয়ে দেন।গত বছর থেকে অমরুত মিত্রদের দিয়ে পুরনিগম এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে "আপনার জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করুন" কর্মসূচি করানো হয়েছে এবং বাড়িতে বাড়িতে লিফলেট দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই যাতে ৬ মাসে একবার বাড়ির ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করেন সেজন্য এই কর্মসূচিতে প্রচার চালানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মরিয়মনগর এবং সুভাষনগর এলাকায় দুটি এমআইআর.পি. বসানোর কাজ এগিয়ে চলেছে। চলতি বছরের জুলাই মাসের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জানান, নেতাজি আদর্শ শিক্ষামন্দিরে ৫৫ মিলিয়ন লিটার পার ডে (এমএলডি) ক্ষমতা সম্পন্ন জিডব্লিউ.টি.পি. বসানোর জন্য বরাত দেওয়া হয়েছে। এর কাজ শুরু হয়েছে এবং এই প্রকল্পটি ২০২৬-এর ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জানান, গভীর নলকূপের সঙ্গে এমআইআরপি যুক্ত করে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে আগরতলা পুরনিগমে যে সমস্ত এলাকায় পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে তা অনেকটা কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ধর্মনগরের উপনির্বাচন প্রস্তুতি তুঙ্গে , দিকে দিকে সরব মিছিল

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। জমজমাত হতে চলেছে ধর্ম নগরের উপ নির্বাচন। প্রার্থী ঘোষণার দৌড়ে সিপিআইএম এগিয়ে থাকলেও সময় সুযোগ বুঝে পরপর দিনে বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করার মধ্যে দিয়েই খেলা জমিয়ে তুলেছে উভয় দল। উল্লেখযোগ্য ভাবে, ২০২৩ এর মতোই এবারেও কংগ্রেসের চিহ্নে প্রার্থী হচ্ছেন চয়ন ভট্টাচার্য। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে আদি বিজেপি কর্মী জহর চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করে এক প্রকারের তুরুপের তাস নিক্ষেপ করার মতো কাজ করেছে দল। উপরন্তু উনি প্রাক্তন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালি গোস্বামীর স্বামী। রাজনৈতিক দিক থেকে পটু এবং সজ্জন ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত। বৃহস্পতিবার হই হই করে তিন দলেরই প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তিন দলই সুদৃশ্য মিছিল করে জমিয়ে তোলেন ময়দান। কখনো লাল কখনো গেরুয়া রঙের ঝলকানি দেখে ধর্মনগর শহর বাসী ও ভাবতে শুরু করেছেন কার পালা হতে পারে ভারী ? এদিকে ধর্মনগর কেন্দ্রে ২০২৩ সালের নির্বাচনে সিপিআইএম এর পূর্ণ সমর্থন মূলে কংগ্রেসের প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য মাত্র কিছু পরিমাণ ভোটের ব্যবধানে বিশ্ব বন্ধু সেনের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন। আবারো সেই চয়ন বাবুই এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী। তবে পথের কাঁটা এবার সিপিআইএম এর অমিতাভ দত্ত। যিনি আবার এই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ও। অন্যদিকে এই উপনির্বাচনে আমরা বাঙালী দলের হয়ে লড়বেন বিভাষ রঞ্জন দাস। সব মিলিয়ে এবারের এই উপ নির্বাচন সত্যিই রোমাঞ্চকর হতে চলছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল।

আগরতলায় ভাড়া কমানোর প্রতিবাদে উবের চালকদের পরিষেবা বন্ধ

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। আগরতলায় অ্যাপ-ভিত্তিক পরিবহন পরিষেবাকে ঘিরে বাড়ছে অসন্তোষ। আজ সকালে শহরের ডন বস্কো স্কুল সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হয়ে উবার-ওলা চালকরা ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে প্রতিবাদ জানান এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন চালকদের অভিযোগ, গত কয়েক মাসে ভাড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে কোম্পানিগুলি। আগে যেখানে প্রতি কিলোমিটারে ১৫-১৬ টাকা পাওয়া যেত, বর্তমানে তা নেমে এসেছে ৯-১০ টাকায়। একই সঙ্গে রাইডের মোট ভাড়াও কমে গেছে। উদাহরণ হিসেবে তারা জানান, নন্দনগর থেকে এডভাইজার চৌমুহনী রুটে আগে যেখানে ৯০-১০০ টাকা ভাড়া মিলত, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬০-৭০ টাকায়।এছাড়াও চালকদের দাবি, প্রতিদিন কোম্পানি অতিরিক্ত চার্জ হিসেবে ২৫-২৬ টাকা কেটে নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে যাত্রা শুরুতে অ্যাপে বেশি ভাড়া দেখালেও শেষে তা কমে যাচ্ছে, ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছেন তারা। এর সঙ্গে জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দাম যুক্ত হয়ে পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলেছে।প্রতিবাদে অংশ নেওয়া এক প্রতিনিধি জানান, "আমরা ধর্মঘট বা বন্ধে বিশ্বাসী নই। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বাধ্য হয়েই কয়েক ঘণ্টার জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ চালকই বাণিজ্যিক লাইসেন্স, বিমা ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিপুল খরচ বহন করেন, অথচ আয় দিন দিন কমছে।চালকদের আরও অভিযোগ, বাইরের এলাকার শর্ট পারমিট গাড়ি শহরে এসে অনলাইন পরিষেবায় যুক্ত হওয়ায় স্থানীয় যুবকদের রোজগারে প্রভাব পড়ছে।এই পরিস্থিতিতে তারা রাজ্য সরকারের পরিবহন মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এবং কোম্পানির গুয়াহাটি জোনাল অফিসের সঙ্গেও আলোচনা করার আবেদন জানিয়েছেন। চালকদের দাবি, প্রতি কিলোমিটারে ন্যূনতম ১৭ টাকা ভাড়া নির্ধারণ এবং সর্বনিম্ন রাইড ভাড়া ৫০ টাকা করা হোক। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা। পাশাপাশি, পরিষেবা বন্ধের কারণে সাধারণ যাত্রীদের অসুবিধার জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

যুবরাজ নগর কলোনী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চোরের হানায় আতঙ্ক

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। *উনকোটি জেলার কৈলাসহরের গৌরনগর আরডি ব্লকের যুব রাজনগর পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যুবরাজনগর কলোনী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, গভীর রাতে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষের তালা ভেঙে আলমারি থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি ও মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় চোর। আসবাবপত্রও ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল এবং দীর্ঘদিন ধরেই অব্যবস্থাপনা চলছে। খবর পেয়ে ইরানি থানার সেকেন্ড অফিসার শ্রীকান্ত চক্রবর্তী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রধান শিক্ষক অনুপস্থিত থাকায় চুরি যাওয়া সামগ্রীর পরিমাণ জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ।*

এসএইচজি গ্রুপ কর্মীর মৃত্যু স্বনির্ভরতা - আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ ?

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। দেশজুড়ে যখন নারী ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার জোয়ার বইছে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যখন প্রতিটি মহিলা"কে আর্থিকভাবে স্বাধীন করে তুলতে একের পর এক প্রকল্প চালু করছে, ঠিক সেই সময়েই এক গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সমাজের সামনে এক কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। স্বনির্ভরতার পথে এগোনো এক নারী কেন অপমান ও মানসিক চাপে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন?

মৃত গৃহবধূ সীমা নম: দাস সরকারএকটি পরিচিত নাম ছিল তাঁর এলাকায়। সাধারণ পরিবারের এই মহিলা শুধুমাত্র সংসার সামলাতেন না, বরং নিজে"কে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে যুক্ত হয়েছিলেন একটি স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সঙ্গে। ধীরে ধীরে নিজের কর্মদক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার জন্য গোষ্ঠীর কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বও পান তিনি। স্থানীয়দের অনেকেই জানিয়েছেন, সীমা দেবী ছিলেন শান্ত স্বভাবের, পরিশ্রমী এবং এস.এইচ.জি দলের কাজে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। কিন্তু হঠাৎ করেই সেই জীবনের গতিপথে নেমে আসে অন্ধকার।বুধবার স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়। অভিযোগ, প্রায় চার লক্ষ টাকার গরমিল হয়েছে এবং সেই অর্থ আত্মসাৎ করেছেন সীমা দেবী। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে সহকর্মীদের সন্দেহ, অন্যদিকে সামাজিক লজ্জাদুইয়ের চাপে যেন মুহূর্তের মধ্যে ভেঙ্গে পড়েন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযোগের পর বাড়িতে ফিরে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিলেন সীমা দেবী। পরিবার সূত্রেও ইঙ্গিত মিলেছে, তিনি চরম অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন। অপমান, লজ্জা ও সমাজের চাপএই তিনের সম্মিলিত আঘাত তাঁকে এমন এক অন্ধকারে ঠেলে দেয়, যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে। এই ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীরা স্তম্ভিতযে মহিলা"কে এতদিন তারা এক পরিশ্রমী ও সৎ মানুষ হিসেবে দেখেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এবং তার পরেই এই চরম পরিণতিকিছুতেই যেন মেলাতে পারছেন না কেউই। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন সামনে আসছে। অভিযোগ কি সত্যি ছিল? নাকি কোনো ভুল বোঝাবুঝির জেরে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি? অভিযোগ ওঠার পর কি যথাযথভাবে বিষয়টি যাচাই করা হয়েছিল? একজন মহিলার বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ প্রকাশ্যে আনার আগে কি তাঁর মানসিক অবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল? পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এই মর্মান্তিক ঘটনা নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে সমাজ"কে। স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী, মাইক্রোফাইন্যান্স, নারী উন্নয়ন প্রকল্পসবকিছুর লক্ষ্য মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা। কিন্তু সেই কাঠামোর মধ্যেই যদি মানসিক নিরাপত্তা ও সহানুভূতির অভাব থাকে, তবে সেই উন্নয়ন কতটা টেকসই?একজন মহিলা যখন সংসার, দায়িত্ব, আর্থিক চাপ এবং সামাজিক প্রত্যাশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে লড়াই করেন, তখন একটি অভিযোগই তাঁর পুরো অস্তিত্ব"কে ভেঙ্গে দিতে পারেএই বাস্তবতাই যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সীমা নম: দাস সরকারের মৃত্যু। স্ব-নির্ভরতার পথ শুধু অর্থনৈতিক নয়, তা মানসিক শক্তি ও সামাজিক সহমর্মিতার উপরও দাঁড়িয়ে সেই জায়গায় কোথাও কি আমরা ব্যার্থ হচ্ছি? সীমা নম: দাস সরকারের নিঃশব্দ বিদায় শুধু একটি পরিবারের ক্ষতি নয়এটি একটি সমাজের কাছে সতর্কবার্তা। যেখানে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানবিকতার ভারসাম্য রক্ষা না হলে, স্বপ্ন ভেঙ্গে পড়তে সময় লাগে না।

আড়ালিয়া শালবাগানে মাদকবিরোধী অভিযানে ৮০০ ইয়াবা ট্যাবলেট ও ব্রাউন সুগারসহ গ্রেপ্তার এক

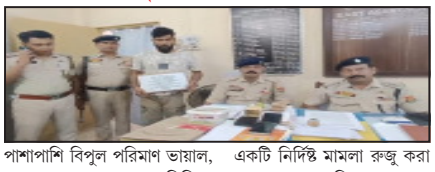

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব থানার পুলিশের অভিযানে আড়ালিয়া শালবাগান এলাকায় এক যুবকের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নেশা সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ আসছিল। সেই সূত্র ধরেই পূর্ব থানার ওসি ছোটু দেবনাথের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী গতকাল বিকেলে অভিযুক্তের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তের বেডরুম থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৬.২ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ ভায়াল, যার মধ্যে মাদক ভরে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল বলে অনুমান পুলিশের। এছাড়াও ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৩২০০ টাকা নগদ এবং তিনটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত নিজেই মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, আজ অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে এবং পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে পূর্ব থানা এলাকায় ধারাবাহিকভাবে একাধিক এনডিপিএস আইনে অভিযান চালানো হয়েছে, যা মাদকবিরোধী লড়াইয়ে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকারই প্রমাণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজনগর বাজারে ডাকঘরের বেহাল অবস্থা নিয়ে সরব স্থানীয় জনতা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। রাজনগর বিধানসভার অন্তর্গত রাজনগর বাজারে অবস্থিত একটি সরকারি ডাকঘরের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা কেন্দ্রটির পরিবেশ বর্তমানে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অগোছালো হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, ডাকঘরের সামনের অংশটি কার্যত আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। এর পাশাপাশি কিছু অসাধু ব্যক্তি ওই স্থানকে শৌচকার্য ও মূত্রত্যাগের জন্য ব্যবহার করায় পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে উঠেছে। ফলে প্রতিদিন ডাকঘরে আসা সাধারণ গ্রাহকদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, ডাকঘরের পাশের সরকারি জমিতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে, যা সরকারি সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। স্থানীয়দের মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে এ ধরনের অনিয়ম প্রশাসনের নজর এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। এদিকে, এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদে অভিযান শুরু হয়েছে। অভিযানে যুক্ত এক আধিকারিক জানান, প্রথমে পোস্ট

বিশ্বমনি এলাকা থেকে অবৈধ দোকান সরানো হয়। এরপর কামার চমুনিতে বিদ্যুতের লাইনের নিচে ঝুঁকিপূর্ণভাবে থাকা একটি দোকান অপসারণ করা হয়েছে, যার জন্য আগেই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।তিনি আরও জানান, গোড়ানাথ চমুনিতে একটি নির্মীয়মাণ ভবনের সামগ্রী রাস্তার উপর ফেলে রাখা হয়েছিল।নির্দেশ অমান্য করায় প্রশাসন নিজেই সেই সামগ্রী সরিয়ে দেয়। তবে এলাকাবাসীর মতে, শুধু উচ্ছেদ অভিযান যথেষ্ট নয়। ডাকঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করতে দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। প্রয়োজনে ডাকঘরটি অন্যত্র স্থানান্তরের দাবিও তুলেছেন তারা। এখন দেখার, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতটা দ্রুত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে উদ্যোগী হয়।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ৫ চৈত্র, ১৪৩২ বাংলা

চিকিৎসা-রাক্ষস

দেহ থাকলে জরা থাকে। কিন্তু জরা থেকে যে সর্বদা মুক্তি মিলবে তা নয়। মৃত্যু অনিবার্য। তথাপি মানুষ বাঁচতে চায়। পঙ্গু হয়ে গিয়েও বাঁচতে চায়। মানুষের সেই জীবনতৃষ্ণাকে সম্মান করবার জন্যই চিকিৎসা শাস্ত্রের বিকাশ। কিছু মানুষ চিকিৎসাকার্যকে পেশা করেছেন। আজ আধুনিকপৃথিবীতে এসে মানুষের চিকিৎসা আর চিকিৎসা নেই। সে বিশাল শিল্প, বিরাট বাণিজ্য হয়েছে। কথা ছিল সরকার খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের সঙ্গে আরো কিছু মৌল প্রয়োজনে নাগরিকের সঙ্গে থাকবেন। সরকার সেটি করতে পারেননি। করেননি। দক্ষিণ ভারতকে চিকিৎসাকেন্দ্রিক উন্নতঅঞ্চল হিসেবে গড়েতুলতে চেয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। অঞ্চলভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটিয়ে দেশকে সামগ্রিক ভাবে বিকশিত করবার একটি কল্পনা তিনি করেছিলেন। যার সুফল কিছু কিছু অঞ্চলের মানুষ পাচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরার মতন ছোটো রাজ্যগুলোতে তেমন কিছুপরিকল্পনার কথা জানা যায় না। ফলে ত্রিপুরার মানুষ আজও প্রায় চিকিৎসাবঞ্চিত। দিকে দিকে গজিয়ে উঠেছেওচ্ছের ল্যাব।নার্সিং হোম।নানা আইনি ফাঁকফোকড়গলে এদের বাণিজ্য চলে। চিকিৎসকের স্বল্পতা সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও। দু দুটো মেডিক্যাল কলেজ হল এখনও তেমন উপকার পেল না রাজ্যবাসী। প্রত্যন্তের প্রাথমিক স্তরের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সেগুলো চিকিৎসার জন্য তৈরিও করা হয়নি। নামেই ফাঁক রেখে দেওয়া হয়েছে, কারণ সেগুলো আসলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেনা হাসপাতাল নেই তেমন করে, নেই টিএসআর পরিচালিত বিশেষ কোনো হাসপাতাল। গত সরকার রাজ্যান্তর থেকে একটি হাসপাতাল প্রায় ধরে এনেছেন। সুকিচিৎসার ব্যবস্থা কতটা সে রাজ্যবাসী জানেন, কেবল কেতা আর পরিচ্ছন্নতা দিয়ে ব্যবসায় করছেন তারা। রাস্তা জুড়ে ভীতিকর বিজ্ঞপন তাদের। এহেন রাজ্যে রোগী নিয়ে যে-কোনো হাসপাতালে গেলে সেখানকার চিকিৎসক কোনো চ্যালেঞ্জ নেন না। রেফার করে দেন। চ্যালেঞ্জ হয়তো নিতেন, রাজ্যের মানুষের স্বভাবের জন্যই হয়তো নেন না। এ রাজ্যের মানুষ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বাড়িযাবার জন্য ডাক্তার বা চিকিৎসাকর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে ভুলে যান। কিন্তু রোগীর সামান্য এদিক ওদিক হলে ডাক্তার পেটাতে একবার ভাবেন না। ফলে ত্রিপুরাতে চিকিৎসক আর মানুষের মধ্যে দূরত্ব অপার। এই ফাঁক দিয়ে বিরাট হামুখ খুলে বসেছে চিকিৎসা রাক্ষস। সাধারণ রোগ, সামান্য অপারেশন কিংবা সন্তানের জন্ম বাবদ হাজার হাজার টাকা নিয়ে নেয় বেসরকারি নার্সিং হোমগুলো, হাসপাতাল। সরকারেরও কিছু করবার নেই যেন। এছাড়া কথায় কথায় চেন্নাই ভেলোর, হায়দ্রাবাদ তো রয়েইছে। ত্রিপুরাতে স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রিক উন্নয়ন তেমন হলে বাংলাদেশের রোগীরাও চেন্নাই না গিয়ে এখানে আসতেন। দরিদ্র মানুষ আক্ষরিক অর্থে চিকিৎসাহীন মরে যেতেন না।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৪৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মান শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্ডিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

সেটি হতে পারে ভুলেরও নিদর্শন

সম্পা ভট্টাচার্য

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যদি ক্ষতিগ্রস্ত বা বাধাগ্রস্ত হয়, তবে তা স্বাভাবিক গণতন্ত্রের জন্য এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য ভয়ংকর হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সংবাদপত্রও তো অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকে না। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সময় সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সংবাদমাধ্যমের সমর্থন করার সংস্কৃতি যুক্তরাজ্যের মতো গণতন্ত্রের স্বর্গে অনেক দিন ধরেই চালু। তবুও কখনো কি সংবাদপত্রকে গণতন্ত্রের মুখোমুখি করা হয়েছে? হয়নি বা যায়নি। কারণ, সংবাদপত্র সংবাদনির্ভর প্রতিষ্ঠান। প্রকাশিত সংবাদের দায় প্রতিষ্ঠানকে নিতে হয়। পেশাদার সংবাদকর্মীরা সেখানে কাজ করেন। যেকোনো একটা ঘটনা শুধু কারও ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের হিসেবে (সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষায় লাইক, মন্তব্য কিংবা শেয়ারের কারণে) সংবাদ হয়ে ওঠে না।

আস্থা, তথ্যবহুল মতবিনিময়, সত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা, পারস্পরিক সম্মতি এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক অংশগ্রহণএই হলো গণতন্ত্রের মৌলিক মূল্যবোধ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গণতন্ত্রের এই মূল্যবোধগুলোকে হঠাৎ একটা কঠিন পরীক্ষার ভেতর ফেলে দিয়েছে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গণতন্ত্রের কিছু কিছু গুণকে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ আবার এই 'কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিত গুণাবলি'কে গণতন্ত্রের প্রাণ হিসেবে ভাবার চেষ্টা করছেন। মতের প্রকাশ গণতান্ত্রিক হতে পারে, সেটি হতে পারে ভুলেরও নিদর্শন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। গণতন্ত্র কিন্তু সে রকম কিছু নয়। আপনার স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক মতামতের জন্য আপনার নগদ প্রাপ্তির আশা নেই বললেই চলে। আপনি বলতে পারেন যে নোটের বিনিময়ে আপনি ভোট দিয়েছেন। কিন্তু সেটা যে ভোট কিংবা ভোটের গণতান্ত্রিক প্রয়োগ নয়, তা বোঝার জন্য আপনাকে কোনো সংবাদপত্রে কলাম লিখতে হবে না। বিজ্ঞাপনসামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা এবং উপার্জন এখন এতটাই বেড়েছে যে শীর্ষ ধনীর তালিকায় সেগুলোর মালিকদের নাম হরহামেশাই উঠে আসছে। বর্তমানে ফেসবুকের দখলে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ২০ শতাংশের ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের বাজার এবং গোটা পৃথিবীতে ফেসবুকের দখলে আছে ৮ শতাংশের ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের বাজার। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বাজার এবং এই দখলবাজি গত চার বছর মোটামুটি একই রকম অবস্থায় আছে।রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার কথা বিবেচনা করলে বলা যায় সংসদীয় গণতন্ত্র এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সফল এবং জনপ্রিয় ব্যবস্থা। আপনি বলতে পারেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও তো জনপ্রিয়। হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে এই জনপ্রিয়তার মূল কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো ব্যবহার করতে আপনাকে কোনো পয়সা গুনতে হয় না। উপরন্তু আপনি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে অর্থ উপার্জনও করতে পারেন। এই যে বিনা মূল্য, এটাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম মূলনীতি।

জনপ্রিয়তার আরও একটি মূল কারণ হিসেবে আপনি হয়তো বলবেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই হাজারো মানুষের সঙ্গে সহজে অবাধ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত যোগাযোগের বাইরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ করে বা কথা বলে কি? সাধারণত মানুষ যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো পোস্ট দেয় বা মন্তব্য করে তখন তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকে সেই মন্তব্যটি সবাই পড়ুক এবং দ্রুত কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাক। এই 'সবাই পড়ুক' এবং 'সবাইকে পড়াতে চাই' ধারণা দিয়ে কি কোনো গঠনমূলক আলোচনা দাঁড় করানো সম্ভব? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিও বৈষম্যমূলক, গণতন্ত্রের মতো সর্বজনীন নয়। সহজ করে বললে, গণমানুষের জন্য যে গণতান্ত্রিক ধারণা তা সিরিয়ার রাকাহ থেকে বাংলাদেশের ঢাকা পর্যন্ত একই রকম। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো 'যস্মিন দেশে যদাচার' নিয়ম মেনে চলে। যেহেতু তুরস্কে ব্লাসফেমি আইন আছে তাই ফেসবুক সেখানে শার্লি হেব্দোর কোনো ধর্মীয় কার্টুন প্রকাশ করতে দেয় না। কিন্তু ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তাদের এ নিয়ম পুরোপুরি উল্টো।গঠনগত দিক থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হলো 'কমিউনিকেটিভ ক্যাপিটালিজমের' একটি পণ্য। প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, চিন্তা-চেতনাকে কনটেন্টে রূপান্তরিত করে সেই কনটেন্ট থেকে অর্থ উপার্জন অথবা আরও পুঁজি সংগঠিত করা। ফেসবুকের অ্যালগরিদমকে ভয়ংকর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, এ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সংবাদপত্র, রেডিও, টিভিএসব গণমাধ্যমকে আমরা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি মনে করিনি। কারণ, তাদের যেই রাজনৈতিক অবস্থানই থাকুক না কেন, ঢালাওভাবে কারও সাফাই গাওয়ার সুযোগ তাদের তেমন একটা নেই। কারণ, সংবাদের জন্য পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ এককভাবে রাত-দিন একটা পত্রিকা কিংবা টিভি চ্যানেলের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশেষ করে, ফেসবুক পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের তথ্যের প্রাথমিক জোগানদাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফেসবুকের সক্রিয় ব্যবহারকারী বর্তমানে প্রায় ২ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন।

পৃথিবীতে ফেসবুক হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, যাদের না আছে কোনো সত্যিকারের নিউজ রুম, না আছে দায়িত্বশীল সম্পাদক।

প্রফেসর রবার্ট ই গুডিন তাঁর 'ডেমোক্রেটিক ডেলিবারেশন উইদইন' নিবন্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে আখ্যায়িত করেছেন 'ব্লিংকারড ডেলিবারেশন' বা 'সংকীর্ণ মতামত' প্রকাশের জায়গা হিসেবে। তিনি আরও জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোনোভাবেই গণমানুষের চিন্তাকে প্রতিফলিত করে না, বরং তা জনগণের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট চিন্তাকে উপস্থাপন করে। ডগলাস কেলনার মনে করেন, শুধু এই সীমাবদ্ধতার কারণেই ইন্টারনেট দুনিয়া সাধারণ মানুষের দুনিয়া হতে পারেনি।একটা সময় ছিল যখন বই বা সংবাদমাধ্যম ছিল আমাদের রেফারেন্সের আশ্রয়স্থল। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল। তথ্যকে বস্তুনিষ্ঠতার বৈতরণি পার হতেই হতো এবং সেই তথ্যকে জ্ঞানে পরিণত হওয়ার আগে কিছু নির্দিষ্ট পথও পারি দিতে হতো। এই আচরণ ছিল আমাদের তথ্য ব্যবহারেরই সংস্কৃতির অংশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই সভ্যতায় সেই সংস্কৃতির আদতে কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু এখন আমাদের জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ফেসবুক, টুইটারের মতো প্রতিষ্ঠান।আমরা আমাদের স্বাভাবিক বিচার, বিবেচনাবোধ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। এমনকি রোগের চিকিৎসার মতো গুরুত্বর বিষয়ও বাদ যাচ্ছে না।প্রশ্ন ছিল গণতন্ত্র কি আক্রান্ত হচ্ছে? উত্তরে আরও বিতর্ক কিংবা আলোচনার সুযোগ আছে। কিন্তু উদাহরণ দেওয়াই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত এখানে। প্রশ্ন করুন 'ব্রেক্সিট' ভোটাভুটির আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'রাশিয়ান প্রপাগান্ডা'র ভূমিকা নিয়ে। আরও বড় প্রশ্নকে উদাহরণ হিসেবে আনতে চাইলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় প্রোটিন

সুস্থ শরীরের জন্য প্রোটিন প্রয়োজন। পেশি থেকে হাড়, চুলের স্বাস্থ্য থেকে ত্বকের জেল্লা প্রোটিন ছাড়া চলবে না। ওজন কমানোর ডায়েটেও এখন প্রাধান্য দেওয়া হয় প্রোটিনেই। এ হেন প্রোটিন কোথা থেকে পাওয়া যাবে প্রশ্ন উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে মাছ-মাংস-ডিমের কথা। যদিও তার বাইরে প্রোটিনের আরও বহু উৎস রয়েছে। নিরামিষাশীদের জন্য বরং প্রোটিনের বিকল্প রয়েছে অনেক ধরনের খাবারে। সেগুলি কী কী? তা জানার আগে জানতে হবে দিনে শরীরে প্রোটিন লাগবে কতখানি?প্রোটিনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ

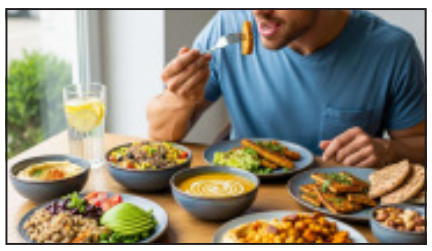

একজন সুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পরিমাণ জানতে হলে একটি ছোট্ট হিসাব কষতে হবে। প্রোটিনের পরিমাণগু যত কেজি ওজন সেই সংখ্যা ড ১ গ্রাম। অর্থাৎ ওজন যদি ৬০ কেজি হয়, তবে ৬০৯১ গ্রামগু৬০ গ্রাম প্রোটিন খেতে হবে।অনেকে আবার এই হিসাব ওজনের কেজি প্রতি ০.৮ গ্রামের হিসাবেও করেন। সে ক্ষেত্রে এক জন ৬০ কেজি ওজনের মানুষের প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের মাত্রা হবে ৪৮ গ্রাম।

আবার যাঁরা ভারী ব্যায়াম বা কঠোর পরিশ্রম করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ কিছুটা বেশি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে কেজি পিছু ১.২-১.৫ গ্রাম প্রোটিন দরকার পড়বে। সেই হিসাবে ৬০ কেজি ওজন হলে প্রতি দিন ৭২-৭৫ গ্রাম প্রোটিন লাগবে।নিরামিষাশীরা প্রোটিন পাবেন কী থেকে?অনেকেই মনে করেন, প্রাণিজ খাবারেই প্রোটিনের জোগান থাকে সবচেয়ে বেশি। ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ তা যদি হত, তবে দুনিয়া জুড়ে সমস্ত নিরামিষাশীরা পুষ্টির অভাবে ভুগতেন। যথাযথ ভাবে সারা দিনের খাবারের পরিকল্পনা ছকে নিতে পারলে নিরামিষাশীরাও উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে পর্যাপ্ত প্রোটিন পেতে পারেন।

১। মুসুর, মুগ, ছোলা, বিউলি, অড়হর ডাল থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম রান্না করা অধিকাংশ ডালেই ৭-১২ গ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন মেলে।

২। সয়াবিনকে অনেকে 'নিরামিষ মাংস' বলেন। তার কারণ, মোটেই খাবারের স্বাদ নয়, বরং এতে থাকে প্রোটিনের মাত্রা। প্রতি ১০০ গ্রাম রান্না করা সয়াবিনের বড়িতে ২২-২৫ গ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন থাকে। ৩। রান্না করা কড়াইশুঁটি, কাবলি ছোলা, রাজমাতে প্রোটিন থাকে প্রতি ১০০ গ্রামে ১০-১৫ গ্রাম।৪। এছাড়া ছানা, দই, দুধ, পনিরও প্রোটিনের ভাল উৎস। দুগ্ধজাত পন্যে থাকা প্রোটিন সহজে হজম হয়।৫। কাঠবাদাম, আখরোট, চিয়া বীজ এবং কুমড়োর বীজে প্রচুর প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে।

সংকট শুধু রুটির

নয় আইএস মাঠে থাকায়। এ রকম সব দুষ্টচক্রের মিলিত ফল, নাগরিকদের আর্থিক দুরবস্থায় কোনো কাজে লাগছে না খনিজ। এর মাঝে চীন লিথিয়াম ব্যাটারি পুনর্নবায়ন করার প্রযুক্তি আসবে না। যদিও এসব বিষয়ে তাৎক্ষণিক অগ্রগতি আশা করা যায় না, কিন্তু তালেবানরা স্বীকৃতির বিষয়ে সামান্যই সফল। ফলে খনিজ থেকে আয়রোজগার হওয়ার সুযোগ নেই। আরেক বিপদের দিক, লিথিয়াম বেশি যেখানে আছে, সেই গজনিতে প্রতিপক্ষ আইএসের দাপট বাড়ছে। এতে দামি এই খনিজের চোরাকারবার বাড়তে পারে। তাতে দুই পক্ষের হানাহানিও বাড়বে।লিথিয়াম উত্তোলনে বিনিয়োগ থেকে বেচাবিক্রি পর্যন্ত যেতে সাত-আট বছর লাগে। এ রকম দীর্ঘ যাত্রায় বিনিয়োগকারীরা শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির যে গ্যারান্টি খুঁজবে, সেটা তালেবানদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব মানদণ্ড ধরলে আফগানিস্তানে এ মুহূর্তে৯০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে পড়ে আছে। জনগণের কাজে না লাগায় মাটির নিচের ওই সম্পদ ধুলাবালুর অতিরিক্ত কোনো মূল্য পাচ্ছে না। দশকের পর দশক যুদ্ধ থাকায় বন্দুক চালানো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ জনসম্পদেরও ঘাটতিতে পড়েছে দেশটি। মানুষকে সম্পদ হিসেবে তৈরির বিষয়টি নতুন শাসকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়নি এখনো। শিক্ষা খাত নিয়ে বরং তাদের বিরক্ত মনে হচ্ছে।নতুন সরকারের চার মাসের শাসন দেখে মনে হচ্ছে কেবল নারীদের জগৎকে আঁটসাঁট করে তোলাই তাদের অগ্রাধিকারমূলক কাজ। নিত্যনতুন ডিক্রি দেশটিতে মেয়েদের ঘরের বাইরের জগৎ ছোট করে আনছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে ঘরে থাকা দায়। এতে বোরকা ব্যবসা বেশ চাঙা হয়েছে। সব নারীকে একটা-দুইটা বোরকা সংগ্রহে রাখতেই হয় এখন।যেসব পরিবার নারীপ্রধান, সেসব ঘর আয়রোজগারের বেশি সংকটে পড়েছে। যেহেতু নারীদের বাইরে কাজের সুযোগ কমে গেছে, সে কারণে খাবারের টানাটানি ও রকম বসতিতে বেশি। যেসব ঘরে কিশোরী আছে, তাদের দ্রুত বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অতিদরিদ্র পরিবারের অনেক কিশোরী শিকার হচ্ছে পাচার ও বেচাবিক্রির। নিমরোজসহ ইরান ও পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অনেক জনপদ এ রকম পাচার-রুট হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। এ রকম অবস্থা বাড়তি গতি পেয়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকাজুড়ে চলতে থাকা খরায়। বহুদিন বৃষ্টি নেই বহু প্রদেশে। গম কিনতে মানুষ ঘরের ভেড়াগুলো বেচে দিচ্ছে।দূরদূরান্ত থেকে পানি আনার জন্য গাধারও সংকট দেখা দিয়েছে। পানির অভাবে ওগুলো মারা যাচ্ছে। ২০১৮-এর পর এ নিয়ে দ্বিতীয়বার খরার শিকার আফগানিস্তান। পরপর দুটি খরায় খাদ্যনিরাপত্তাব্যবস্থা পুরোই ভেঙে গেছে।এ বিষয়ে এখনই দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি দরকার।আফগান খাদ্যবাজারের চলতি দুর্যোগে গভীর দায় আছে ইউরোপ-আমেরিকারও। তালেবানদের সফলতা ঠেকাতে তারা দেশটির সম্পদ আটকে দিয়েছে। ঋণ পাওয়া ঠেকাচ্ছে। এতে তালেবান নেতৃত্বের কোনো অসুবিধা হয়েছে বলে দেখা যায়নি। ক্ষতি হচ্ছে মূলত নাগরিকদের। তালেবানরা জানে তারা বর্তমান খাদ্যসংকট একা সামাল দিতে পারবে না। সংকটের জন্য তারা ক্রমাগত ইউরোপ-আমেরিকার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। কৌশল হিসেবে এটা ভালো কাজ করছে। তাদের সব মৌসুমের মিত্র পাকিস্তান এবং দোদুল্যমান নতুন মিত্র চীন সীমিত আকারে কিছু সহায়তা দিচ্ছে। সাধারণ আফগানদের বাঁচাতে কারণে খাবারের টানাটানি ও রকম বড় পরিসরে সহায়তায় ইউরোপ-আমেরিকা এবং আরবদের হাত বাড়ানোর বিকল্প নেই। কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলো এখনো তালেবানদের সঙ্গে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তকরতে পারেনি। সাহায্য না আসার বড় কারণ এটাই।

আচমকাই পদত্যাগ এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান অতনু চক্রবর্তীর !

নয়াদিল্লি ঃ পদত্যাগ করলেন এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের আংশিক সময়ের চেয়ারম্যান অতনু চক্রবর্তী। তাঁর আচমকা এই ইস্তফা ঘিরে ইতিমধ্যেই নানা জল্পনা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। পদত্যাগপত্রে অতনু জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের অনেক সিদ্ধান্ত তিনি 'নীতিগত' ভাবে মেনে নিতে পারছেন না। আর নৈতিক 'বিরোধের' কারণেই পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

অতনুর পদত্যাগের পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কেকি মিস্ত্রিকে অন্তর্বর্তী আংশিক সময়ের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। তিনি ১৯ মার্চ থেকে তিন মাসের জন্য এই দায়িত্বে থাকবেন। মিস্ত্রি এর আগে এইচডিএফসি লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তিকালীন চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নিয়েই মিস্ত্রি বিনিয়োগকারী এবং গ্রাহকদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁদের স্বার্থরক্ষাই ব্যাঙ্কের মূল লক্ষ্য। গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারীদের যে আস্থা তাঁরা অর্জন করেছেন, সেটা বজায় রাখার দায়িত্বও তাঁদের।

অতনুর আচমকা পদত্যাগ ঘিরে যখন জোর আলোচনা চলছে নানা মহলে, ইস্তফা প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার মুখ খুললেন তিনি। তবে এইচডিএফসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এটিকে রুটিন বিষয় বলেই দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, "এটা নিয়ে আলোচনার আর প্রয়োজন পড়ে না। এটি রুটিন বিষয়।"

প্রসঙ্গত, গত ১৭ মার্চ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ইস্তফাপত্র পাঠান অতনু। ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে, অতনু চিঠিতে যে কারণগুলি উল্লেখ করেছেন, তার বাইরে আর কোনও কারণ নেই। চিঠিতে অতনু উল্লেখ করেছেন, গত দু'বছর ধরে ব্যাঙ্কে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে এবং এমন কিছু কাজকর্ম হচ্ছে, যা তাঁর নীতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। আর সে কারণেই তিনি সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, এই কারণ ছাড়া, তাঁর পদত্যাগের নেপথ্যে অন্য বড় কোনও কারণ নেই।

তাঁর প্রতিষ্ঠানের সকল সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অতনু। তিনি লেখেন, "বোর্ডের সকল সদস্যর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। যে ভাবে সকলে আমাকে সহযোগিতা করছেন, তার জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠান আরও এগিয়ে যাক, এই কামনা করছি।"

২০২১ সালে এইচডিএফসি-র বোর্ডে যোগ দেন অতনু। তখন থেকে তিনি আংশিক সময়ের চেয়ারম্যান এবং স্বাধীন অধিকর্তা হিসাবে কাজ করছেন। তাঁর সময়েই একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এইচডিএফসি মিশে যাওয়ার ফলে এই ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাঙ্ক। অতনু গুজরাত ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক। কেন্দ্রীয় সরকারের তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তিনি অর্থ মন্ত্রকের (ডিপার্টমেন্ট অফ ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স) সচিব ছিলেন। এ ছাড়াও অর্থ মন্ত্রকের যুগ্মসচিবও (ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপেনডিচার) ছিলেন তিনি।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও বৈঠক করলেন ডোভালের সঙ্গে, পশ্চিম এশিয়ার পাশাপাশি আলোচনায় নাশকতা

নয়াদিল্লি ঃ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। দিল্লিতে বৈঠকের কথা জানিয়ে বুধবার সমাজমাধ্যমে গোর লিখেছেন, "জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি বৈঠক শেষ করলাম। নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।"

নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন জাতীয় নিরাপত্তা পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার পাশাপাশি বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আলোচনা অব্যাহত রেখেছে বলেও নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১২ মার্চ দমদম বিমানবন্দর থেকে মার্কিন 'ভাড়াটে সৈনিক' ম্যাথু ভ্যানডাইককে গ্রেফতার করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। পাশাপাশি, উত্তরপ্রদেশের লখনউ বিমানবন্দর থেকে তিন এবং দিল্লি বিমানবন্দর থেকে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর।

ওই ছ'জন ইউক্রেনের নাগরিক এবং ম্যাথুর সহযোগী বলে এনআইএ সূত্রের খবর। তাঁরা জঙ্গি প্রশিক্ষণ চক্রের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন বলেও প্রকাশিত কয়েকটি খবরে দাবি। ২০১১ সালে লিবিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় মার্কিন নাগরিক ম্যাথু প্রথম আন্তর্জাতিক মহলের নজরে আসেন। তিনি সে দেশের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেন এবং কারারুদ্ধ হন। লিবিয়ার পরে তিনি 'সঙ্গ অব লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যা সোলি (এসওএলআই) নামেও পরিচিত। এই সংস্থা বিশ্বজুড়ে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়। এই আবহে ডোভালের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাচক্রে, এই বৈঠকটি এমন সময়ে হয়েছে, যখন ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতা, সরবরাহশৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা, সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টা এবং প্রযুক্তিনীতির বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সাড়ে চার লাখ হাতানোর অভিযোগ!

কার্যালয়ে ঢুকে বিজেপি নেতাকে সপাটে চড় মহিলার, উত্তেজনা উত্তরপ্রদেশে

নয়াদিল্লি ঃ দলীয় কার্যালয়ে তখন সবে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। মনোনীত বিজেপির কাউন্সিলর এবং দলের অন্য পদাধিকারীদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। কার্যালয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের ভিড়। সে সময় আচমকাই এক মহিলা ঢুকে পড়েন কার্যালয়ে। সোজা চলে যান একে বারে সামনে। সেখানে থাকা স্থানীয় এক বিজেপি নেতার গালে সপাটে চড় কষান। তার পরে কলার ধরে টানাটানি শুরু করেন। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে সামাল দিতে পুলিশকে আসতে হয়! ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জে।

জানা গিয়েছে, মহারাজগঞ্জে বিজেপির কার্যালয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় নেতৃত্ব। তবে অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছন্দপতন! কার্যালয়ে ঢুকে বিজেপি নেতাকে ওই মহিলার চড় মারার ঘটনায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আচমকা এমন ঘটায় উপস্থিত অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। হুড়োহুড়ি পড়ে কার্যালয়ের মধ্যে। অন্য বিজেপি নেতা-কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হয়নি।

শেষমেশ খবর দিতে হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় স্থানীয় থানার পুলিশ। তাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ ওই মহিলা এবং কয়েক জন বিজেপি নেতা-কর্মীকে বার করে দেয়। তার পরে শুরু হয় অনুষ্ঠান। তবে অনুষ্ঠান হলেও কার্যালয় ছিল থমথমেই। কেন ওই মহিলা এমন কাণ্ড ঘটালেন, তা নিয়ে অনেকের মধ্যে কৌতূহল জন্মায়। মহিলার অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ওই বিজেপি নেতা তাঁর সাড়ে চার লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন! মহিলার কথায়, "জীবন বিমার কিস্তির টাকা ধাপে ধাপে ওই নেতাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি এক বারও সেই টাকা জমা করেননি। উল্টে আত্মসাৎ করেছেন। জানতে পেরে তাঁর কাছে টাকা চাইতে গেলে কুকথা বলেন। এমনকি হুমকিও দেন।"

বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি সমীর ত্রিপাঠি ঘটনার কথা স্বীকার করে নেন। তিনি এ-ও জানান, ওই মহিলাও বিজেপি করেন। তবে আগে থেকে জানা থাকলে বিষয়টা এত দূর গড়াত না। সমীরের কথায়, "আমরা দু'পক্ষের সঙ্গেই কথা বলব। সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব।"

'বিএসএনএল ভারতবাসীরই সম্পত্তি', রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের সম্ভাবনা উড়িয়ে বললেন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য

নয়াদিল্লি ঃ কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য শিন্দে বুধবার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল) -এর বিলগ্নিকরণ বা বেসরকারিকরণের সম্ভাবনা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। লোকসভায় তিনি জানান, রাষ্ট্রায়ত্ত এই টেলিকম অপারেটরটি সরকারি মালিকানাতেই থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার বিএসএনএল-কে আর্থিক ভাবে শক্তিশালী করা এবং টেলিকম সক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, "বেসরকারিকরণের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বিএসএনএল ভারতের এবং ভারতবাসীরই সম্পত্তি। বিএসএনএল দেশবাসীর সেবায় সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়েছেন, বিএসএনএল-এর পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ ২২ হাজার কোটির প্যাকেজ অনুমোদন করেছে সরকার।

বিএসএনএল-এর ৪জি রোলআউট নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিন্ধিয়া বলেন, "কোম্পানির সামনে দু'টি বিকল্প ছিল অন্যান্য কোম্পানির মতো দক্ষিণ কোরিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন বা চিনের বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার থেকে সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ৪জি নেটওয়ার্ক তৈরি করা অথবা দেশীয় সক্ষমতা গড়ে তোলা। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী সাহসী সিদ্ধান্ত নেন এবং বলেন আমরা কেবল পরিষেবা প্রদান করব না, সরঞ্জামও উৎপাদন করব।" এর পরেই লোকসভায় টেলি যোগাযোগ মন্ত্রীর মন্তব্য "বিশ্বে মাত্র চারটি দেশ টেলিকম সরঞ্জাম তৈরি করত। প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যে প্রথম বার ভারতের ৪জি ডিজিটাল স্ট্যাক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক হিসাবে বিশ্ব মঞ্চে প্রবেশ করেছে।"

লারিজানির হত্যার পরে ইরানের সম্পূর্ণ রাশ এখন কট্টরপন্থীদের হাতে!

নয়াদিল্লি ঃ ইরানের রাজনীতিতে কট্টরপন্থী এবং মধ্যপন্থীদের মধ্যে সেতুর কাজ করতেন তিনি। সে দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বও সামলেছেন দীর্ঘ দিন। ইজরায়েল এবং আমেরিকার হামলার মুখে সুনিপুণ ভাবে সেই দায়িত্ব সামলেছিলেন। সেই আলি লারিজানির মৃত্যুতে ইরানের রাশ এখন সম্পূর্ণ ভাবে চলে গেল কট্টরপন্থী শাসকদের হাতে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, এই পরিস্থিতিতে কি আরও দীর্ঘ হবে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত! কূটনৈতিক পথে যুদ্ধ থামাতে হলে ইরানে কার সঙ্গে কথা বলবে আমেরিকা, রয়েছে সেই প্রশ্নও। কারণ, নতুন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা মোজতবা খামেনেই যে আপাতত সেই পথে হাঁটছেন না, তা একপ্রকার স্পষ্ট।

ইরানের প্রশাসনে দীর্ঘ দিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন লারিজানি। প্রয়াত আয়াতোল্লা আলি খামেইনির সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল তাঁর। আবার একই সঙ্গে প্রশাসন, ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড, মধ্যমপন্থীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন তিনি। শুধু দেশে নয়, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গেও কূটনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। ইরানে ইজরায়েল এবং আমেরিকার হামলার দিন কয়েক আগে রাশিয়া সফরে গেছিলেন লারিজানি।

এ-হেন লারিজানির মৃত্যুতে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। তাঁদের মতে, লারিজানি বেঁচে থাকলে তিনি মোজতবা প্রশাসনকে বুঝিয়েসুঝিয়ে যুদ্ধে ইতি টানতে রাজি করাতে পারতেন। অন্য দিকে, ট্রাম্প প্রশাসনকেও সমঝোতার টেবিলে বসাতে রাজি করাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে সেই সম্ভাবনা এখন কমে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে। এই নিয়ে ট্রাম্প যদিও সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তবে কেউ কেউ মনে করছেন, ইজরায়েল ইচ্ছা করেই লারিজানিকে নিশানা করেছে। ইরানের যে রাজনীতিকেরা কূটনৈতিক পথে সংঘাতের সমাধানের চেষ্টা করতে পারেন, তাঁদেরই নিশানা করছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রশাসন। এমনটাই বলছেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের বিদেশ নীতি সংক্রান্ত বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর এলি গেরানমায়ে। তিনি পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা প্রকল্পের শীর্ষপদে রয়েছেন। ইজরায়েল সরকার স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, এখনই যুদ্ধে ইতি তারা চাইছে না। সরকারের এক মুখপাত্র জানান, তাঁদের উদ্দেশ্য ইরান থেকে আয়াতোল্লা শাসন উৎখাত করা। আর সেই কাজটাই তাঁরা করেছেন। প্রসঙ্গত, সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানে ক্রমেই প্রভাব বাড়ছিল লারিজানির। ইজরায়েলের একটি সূত্রের দাবি, সে জন্যই তাঁকে হত্যা করেছে ইজরায়েল।

যুদ্ধে ইতি চাইছে না ইরানের কট্টরপন্থী পক্ষও। লারিজানির হত্যার পরে তারা ইতিমধ্যে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে। মোজতবাও আগেই জানিয়েছেন, যুদ্ধে ইতি টানা নিয়ে এখনই কিছু ভাবছেন না তাঁরা। তাঁর বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। প্রসঙ্গত, এই মোজতবার হাতে ক্ষমতা যাক, চাননি লারিজানি। সূত্রের খবর, লারিজানি মনে করতেন, খামেইনির মৃত্যুর পরে পুত্র মোজতবার হাতে ক্ষমতা গেলে তা হবে ইসলামিক রিপাবলিকের নীতির পরিপন্থী। বংশপরম্পরায় ক্ষমতার হস্তান্তরকে স্বীকৃতি দেয় না সেই নীতি। এ বার সেই লারিজানির মৃত্যুতে মোজতবা এবং কট্টরপন্থীদের হাতেই ইরানের ক্ষমতা পুরোপুরি চলে গেল বলে মনে করছেন কেউ কেউ। তাঁদের আশঙ্কা, এই ক্ষেত্রে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধও দীর্ঘায়িত হবে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ইরান প্রকল্পের ডিরেক্টর আলি ভায়েজ বলেন, "যুদ্ধ এবং রাজনীতির মধ্যে যাঁরা সংযোগ করতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম এক নেতাকে হারাল ইরান।" এর পর ট্রাম্প চাইলেও কি ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক পথে সমঝোতা সম্ভব হবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

'টাকার বিনিময়ে অনলাইন গেম নিষিদ্ধ করায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিরাপদ হয়েছে', মতামত চেয়ে বলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি ঃ আর্থিক লেনদেনে যুক্ত সমস্ত ধরনের অনলাইন গেমিং নিষিদ্ধ হওয়ায় দেশে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অনেক নিরাপদ হয়েছে বলে দাবি করল নরেন্দ্র মোদী সরকার। বুধবার সংসদে কেন্দ্র জানিয়েছে, 'খসড়া অনলাইন গেমিং নিয়মাবলী, ২০২৫' সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রের তরফে বুধবার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগন লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "সরকার দেশজুড়ে একটি নিরাপদ, দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহিমূলক 'অনলাইন গেমিং ইকোসিস্টেম' চালু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে, সরকার অনলাইন গেমিং প্রচার এবং নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৫ (গেমিং অ্যাক্ট) প্রণয়ন করেছে, যার উদ্দেশ্য ই-স্পোর্টস এবং অনলাইন সামাজিক গেমগুলিতে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং টাকার বিনিময়ে অনলাইন গেমগুলিকে নিষিদ্ধ করা।"

গত বছর বাদল অধিবেশনে 'দ্য প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব অনলাইন গেমিং বিল, ২০২৫' নামের নামের বিল পাশ করিয়েছিল মোদী সরকার। তাতে আর্থিক লেনদেনে যুক্ত অনলাইন গেমের প্রচারের উপরে জরিমানা বসানোর বন্দোবস্ত রয়েছে। এর ফলে 'নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ' সৃষ্টির পথে বাধা দূর হয়েছে বলে জানানো হয়েছে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে। নতুন আইনে 'গেমিং অ্যাক্ট' লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেছে। টাকার বিনিময়ে অনলাইন গেম খেলার প্রস্তাব দেওয়া বা এর জন্য আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকলে সর্বোচ্চ তিন বছরের জেল বা এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় সাজার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় বার অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩ বছরের কারাদণ্ড (যা ৫ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে) এবং ন্যূনতম এক কোটি টাকা জরিমানার (যা দুই কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে) সাজার ব্যবস্থা রয়েছে। অনলাইন মানি গেমের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলে সর্বোচ্চ দু'বছরের জেল বা ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড রয়েছে নতুন আইনে। দ্বিতীয় অপারাধের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দু'বছরের কারাদণ্ড (যা ৩ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে) এবং ন্যূনতম ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা (যা এক কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে) সাজার ব্যবস্থা রয়েছে। নতুন আইনে। জাতীয় পর্যায়ের অনলাইন গেমিং, একটি গেম 'মানি গেম' (টাকারা বিনিময়ে খেলা) কি না তা নির্ধারণ, আচরণবিধি জারি এবং জনসাধারণের অভিযোগের সুরাহার জন্য দায়ী থাকবে।

যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার থেকে আরও তেল কিনছে ভারত! চিনে যাওয়ার পথে অভিমুখ বদলাল মস্কোর জাহাজ

নয়াদিল্লি ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতিতে রাশিয়া থেকে আরও বেশি করে অপরিশোধিত তেল কিনছে ভারত। সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ বলছে, মস্কো থেকে নয়াদিল্লি তেল কেনার পরিমাণ এতটাই বাড়িয়েছে যে, চিনগামী একটি তেলবোঝাই জাহাজ দক্ষিণ চিন সাগরে অভিমুখ বদলে ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। রিপোর্ট বলছে, চিনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল এমন আরও কিছু তেলবোঝাই জাহাজ তাদের অভিমুখ বদলে অন্য দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের উপরে নজরদার প্রযুক্তির পরিসংখ্যান বলছে, ২১ মার্চ নাগাদ মেঙ্গালুরু পৌঁছোবে রুশ জাহাজ অ্যাকোয়া টাইটান। ওই জাহাজে রয়েছে অপরিশোধিত তেল। সূত্রের খবর, জানুয়ারির শেষে বাল্টিক সাগর বন্দর থেকে রওনা দিয়েছিল সেটি। ব্লুমবার্গের রিপোর্ট বলছে, চিনের রিঝাওয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল আফ্রামাক্স ট্যাঙ্কারটি। মার্চের মাঝামাঝি নাগাদ সেটি সমুদ্রে অভিমুখ বদলে ফেলে। সূত্রের খবর, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের পরেই সেটি অভিমুখ বদলে ফেলে। চলতি মাসেই ট্রাম্প জানান, বর্তমান সংঘাতের পরিস্থিতিতে রাশিয়া থেকে সাময়িক ভাবে তেল কিনতে পারে ভারত। তার পরেই আফ্রামাক্স অভিমুখ বদল করে বলে খবর।

ভারত যদিও স্পষ্ট জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা পুরোপুরি বন্ধ তারা কখনওই করেনি। দেশে শক্তির জোগান নিশ্চিত করতে কারও থেকে কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই নয়াদিল্লির। পণ্যবাহী জাহাজ ট্র্যাকিং সংস্থা ভর্টেক্সের পরিসংখ্যান বলছে, অন্তত সাতটি জাহাজ মাঝসমুদ্রে অভিমুখ বদল করেছে। সেগুলি প্রাথমিক ভাবে চিনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। পরে ভারতের অভিমুখে চলছে। সব ক'টি ভারতেই আসছে কি না, তা স্পষ্ট করা হয়নি। সূত্র বলছে, এক সপ্তাহে রাশিয়া থেকে ৩ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল কিনেছে ভারতের তৈল শোধনাগারগুলি। শুধু ভারত নয়, অন্য কয়েকটি দেশও আবার নতুন করে রাশিয়া থেকে নতুন করে তেল কেনা শুরু করেছে। ফলে চিনে যে সব তেলবাহী জাহাজ রাশিয়া পাঠাচ্ছিল, সেগুলির বেশ কয়েকটি অভিমুখ পরিবর্তন করে। প্রসঙ্গত, রাশিয়া থেকে ভারত তেল কেনায় কমানোর পরে চিন তা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ বার চিনগামী কিছু তেলের জাহাজকেই ভারত এবং কয়েকটি দেশের উদ্দেশে পাঠাচ্ছে রাশিয়া।

মার্চের শুরুতে আমেরিকার প্রশাসন রাশিয়ার তেল কেনার ক্ষেত্রে ৩০ দিনের ছাড় দেয় ভারতকে। তবে শর্ত একটাই, এই ছাড় কেবল সমুদ্রপথে আটকে থাকা তেলের ট্যাঙ্কার বা জাহাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে বেসেন্ট লিখেছেন, "ভারত আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। ইরানের জন্য বিশ্বের জ্বালানির বাজার রুদ্ধ হতে চলেছে। তাই ওই চাপ কমানোর জন্যই এই সাময়িক উদ্যোগ।"

আমেরিকা মনে করে তেল বিক্রির অর্থ ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে রাশিয়া। তাই রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে মস্কো থেকে তেল আমদানি বৃদ্ধি করায় ভারতের উপর চাপ তৈরি করে হোয়াইট হাউস। এই কারণে ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্কও আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প। পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। এই যুক্তিতে ভারতের উপর যে বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তা-ও প্রত্যাহার করে নেন তিনি। যদিও এই বিষয়ে নয়াদিল্লি আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানায়নি।

এডিসিতে জোট : গর্জন যতটা,শিথিল তাড়াতাড়ি

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। গর্জন যতটা বাস্তব ততটা নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে মথা বিজেপির সম্পর্ক নিয়ে জোর চর্চা চলছে।কারোর কারোর দাবি জোট ধর্ম বজায় রাখতে চায় বিজেপি। কিন্তু মথা? মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহার বক্তব্য 'জোট সঙ্গীদের অস্বীকার করে না ভারতীয় জনতা পার্টি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য, আগামী এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ২৮টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কেউ আমাদের উপর এসে দাদাগিরি করবে এই সুযোগ থাকবে না। পার্টনার হিসেবে তাদের যতটুকু দরকার আমরা দিতেও পারি, নাও দিতে পারি- এটা আমাদের উপর নির্ভর করবে। কারণ আমরা কাউকে ছাড়তে চাই না, ভারতীয় জনতা পার্টি জোটধর্ম পালন করে। কিন্তু আমাদের টার্গেট ২৮।' মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ দেশ এবং রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আপনাদের মাধ্যমে এই এলাকার এবং মন্ডলের শক্তি বৃদ্ধি হবে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিউ ইন্ডিয়া এবং আমাদের নতুন ত্রিপুরা তৈরি করার সাথী হতে যাচ্ছেন আপনারা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন আমরা কি ধরণের রাজনৈতিক পার্টি ত্রিপুরায় দেখেছি? এরআগে এডিসিতে অনেক সরকার ছিল। সবাই কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেছে। যদিও কাজের কাজ কিছুই করেনি। বর্তমানে যারা এডিসির ক্ষমতায় রয়েছে সেই তিপ্রা মথার অবস্থা সবই জানেন আপনারা। লুটপাট চলছে এখন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি ত্রিপুরা সরকার, প্রধানমন্ত্রীর সরকার একটা স্বচ্ছতার সরকার। আগে আমরা দেখতাম যখনই কোন সরকার দিল্লিতে হতো সেখানে শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতির সরকার আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন ম্যা খুদ ভি নেহি খায়ুঙ্গা, অর দুসরে কো ভি খানে নেহি দুঙ্গা। ম্যা চৌকিদার হু। এমন একজন সুযোগ্য অভিভাবকের নেতৃত্বে এখন কেন্দ্রে সরকার চলছে। আর আমাদের রাজ্যেও চলছে। প্রায় ২০-২১টা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার চলছে এখন। মানুষ বুঝতে পারছেন যে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়া হবে না।মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আগে ত্রিপুরায় গুন্ডাগিরির রাজনীতি আমরা দেখেছি। অথচ আজ আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার নিরিখে দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। কিছুদিন আগে পরিসংখ্যানে অপরাধের দিক থেকে ২০ বছরের মধ্যে ৮.২ শতাংশ হয়েছে রাজ্য। এখন ত্রিপুরাকে সবাই সম্মানের নজরে দেখে থাকেন। সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে আমরা সঠিক দিশায় কাজ করছি।জিএসডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, থানসা থানসা বলে এতদিন একটা সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতি করা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। একটা শৃঙ্খলা নেই।উশৃঙ্খলতার মধ্যে রাজনীতি করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা বলছি এখানে থানসা মানে জাতি থাকবে, জনজাতি থাকবে, মণিপুরী থাকবে, সংখ্যালঘু থাকবে। সবাই মিলে আমরা ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই। আর সেটাকেই বলে থানসা। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত দিশায় সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস এর লক্ষ্যে সবার জন্য কাজ করছি। কারণ কাউকে ছাড়া কেউ কোনওদিন চলতে পারে না। মথার সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক নিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ কটাক্ষ করে বলেন উপর উপর হইচই ভেতর ভেতর মাখোমাখো অবস্থা! আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিজেপি সরকার চাইলেই মুছে দেবে যে কোনো কন্টেন্ট - আসছে নতুন নিয়ম

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। সামাজিক মাধ্যম থেকে বিজেপি চাইলেই মুছে দিতে পারবে আপনার পোস্ট। খুব শীঘ্রই চালু হতে পারে নতুন নিয়ম। কি কারনে এই নতুন পন্থা নিচ্ছে শাসক গোষ্ঠী ? উঠছে প্রশ্ন। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সোশাল মিডিয়ার কোনও কন্টেন্ট ব্লক করার ক্ষমতা কেবলমাত্র রয়েছে ইলেকট্রনিক্স এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রকের হাতে। কিন্তু আগামী দিনে এই ক্ষমতা অন্যান্য মন্ত্রকের হাতেও তুলে দেওয়া হতে পারে, এমনটাই ইঙ্গিত করেছেন তথ্য এবং সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে উনি জানিয়েছেন, নানা মন্ত্রক থেকে আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠিত হয়েছে। আপাতত ওই দল একটি প্রস্তাব তৈরি করছে। প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য, সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো এবং ক্ষতিকারক পোস্ট ব্লক করা। ব্লক করার অধিকার অন্যান্য মন্ত্রকের হাতেও কীভাবে তুলে দেওয়া যায়, সেটাই বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে ওইপ্রস্তাবে।, সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো কন্টেন্ট ছড়িয়ে পড়া রুখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন উনি। সামাজিক মাধ্যমে অহরহ ছরিয়ে পরা ডিপ ফেক ভিডিওগুলির উদাহরণ টেনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সোশাল মিডিয়ায় পাওয়া কন্টেন্টগুলি যাচাই না করেই শেয়ার করে ফেলেন আমজনতা। এতে করে ভুল তথ্য প্রচার হচ্ছে। তাই এগুলো রুখতে হলে ব্লক করতে হবে। আর সেই ক্ষমতা যদি বেশি সংখ্যক দপ্তরের হাতে থাকে তবে দ্রুততার সাথে সহজে অধিকাংশ ভিডিও ব্লক করা যাবে। সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো কন্টেন্ট ছড়ানোর মাত্রাও অনেক খানি কমবে। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আইটি অ্যাক্ট সংশোধন না করেই যেন অন্যান্য মন্ত্রকের হাতে পোস্ট ব্লক করার ক্ষমতা তুলে যায়, সেটাই চেষ্টা করা হচ্ছে।তবে প্রশ্ন উঠছে, ক্ষতিকারক কন্টেন্টের নামে সরকারের সমালোচনামূলক পোস্টগুলি ব্লক করা হবে না তো ? মানুষের বাক স্বাধীনতা বা মতামত প্রকাশের অধিকার কেরে নেবার ডিজিটাল প্রচেষ্টা নয় তো এই নয়া নিতি ? সোশাল মিডিয়ায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হবে না তো? থাকছে সংশয়।

ঈদের শুভক্ষণে বক্সনগর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সংবর্ধনা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। পবিত্র ঈদকে সামনে রেখে এক আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৃহস্পতিবার বক্সনগর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর মন্ডল সভাপতি অনীল চন্দ্র দাস।

এদিন প্রেস ক্লাবে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রত্যেককে পাঞ্জাবি ও ঈদের শুভেচ্ছা স্মারকলিপি উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগে আপ্লুত হন উপস্থিত সাংবাদিকরা। ঈদের এই পবিত্র উৎসব সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সম্প্রীতি বয়ে আনুকএই বার্তা নিয়েই সকলকে শুভেচ্ছা জানান বিধায়ক।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল,এই প্রথম বক্সনগর এলাকায় কোনো বিধায়ক ঈদ হোক বা অন্য কোনো উৎসবসাংবাদিকদের একত্রিত করে এমন সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। এর আগে এ ধরনের উদ্যোগ দেখা যায়নি বলেই মত স্থানীয় মহলের। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন বলেন, "এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি যেসব ক্ষেত্রে এখনও অনুন্নয়ন রয়েছে, সেগুলি আপনারা তুলে ধরুন।তাহলে তা আমাদের এবং প্রশাসনের নজরে এলে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হবে।"তিনি আরও বলেন, "আপনারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আমাদের মতোই আপনাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সমাজে। আপনারা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সমস্যা তুলে ধরেন। আপনাদের সহযোগিতা পেলে বক্সনগরকে একটি মডেল ও শ্রেষ্ঠ বক্সনগর হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।"

বর্তমানে বাজেট অধিবেশন চলাকালীন ব্যস্ত সময়সূচির মধ্যেও এমন উদ্যোগ গ্রহণ করায় বিধায়ককে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাংবাদিক মহল।

দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে সরব টেট-২ উত্তীর্ণ প্রার্থীরা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। রাজ্যে টেট-২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা আজ আবারও সেন্টারের সামনে জড়ো হয়ে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। ২০২৪ সালে টেট-২ কোয়ালিফাই করা প্রার্থীদের একাংশ এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের দাবি তুলে ধরেন।বিক্ষোভস্থল থেকে এক প্রার্থী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে বিশেষ করে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য শিক্ষকের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বহু স্কুলে পর্যাপ্ত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নেই, ফলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি মিডিয়ার প্রতি অনুরোধ জানান, বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরতে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে সেই চিত্র রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। প্রার্থীদের অভিযোগ, সরকার এসটিজিটি নিয়োগের কথা বললেও টেট-২ ও এসটিজিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাই টেট-২ উত্তীর্ণদের দ্রুত নিয়োগের বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। তাদের মতে, শুধু বড় বড় স্কুল ভবন নির্মাণ করলেই হবে না, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন। বিক্ষোভকারীরা আরও জানান, রাজ্যের বহু স্কুলে বর্তমানে মাত্র তিন থেকে চারজন শিক্ষক দিয়ে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা চালানো হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে বড় সংকট তৈরি হতে পারে। তারা দাবি করেন, পূর্বে সরকার প্রায় ১৪ হাজার শূন্যপদের কথা উল্লেখ করেছিল। সেই প্রেক্ষিতে তারা পরীক্ষা পাস করলেও এখনও নিয়োগ না হওয়ায় হতাশা বাড়ছে। প্রার্থীদের মতে, ২০২৬ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে বহু পুরনো শিক্ষক অবসর গ্রহণ করবেন, ফলে শিক্ষক সংকট আরও বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান আন্দোলনকারীরা। পাশাপাশি, চলতি বিধানসভা অধিবেশনে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তোলার জন্যও আবেদন জানান তারা।

ধর্মনগর উপনির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা

আগরতলা, ১৯ মার্চ: ধর্মনগর উপনির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেসের

প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছে। চয়ন ভট্টাচার্যী ওই আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন চয়ন ভট্টাচার্যী। আজ সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে এক প্রেস বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

মথা-বিজেপির নাটকীয় টানাপোড়েনের অবসান, এডিসি নির্বাচনে জোটের ইঙ্গিত

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। *দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে তিপরা মথা ও বিজেপির মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলতে চলেছে। আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচনে দুই দল যৌথভাবে লড়াই করতে পারে বলে জোরালো ইঙ্গিত মিলেছে।এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এনেছেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে দিল্লিতে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলছে। ওই বৈঠকেই আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে জোট গঠনের রূপরেখা চূড়ান্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা আরও জানান, রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে এবং আদিবাসী জনগণের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। এখন নজর দিল্লির বৈঠকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে। রাজনৈতিক মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, আদৌ এই সম্ভাব্য জোট বাস্তবায়িত হয় কিনা এবং হলে তার প্রভাব কতটা বিস্তৃত হয় আসন্ন নির্বাচনে।*

শকুন্তলা মার্কেটের কাপড়ের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। চৈত্র সেল শুরুর প্রাক মূহুর্তে বড়সড়ো ক্ষতির সম্মুখীন ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে আগরতলা শকুন্তলা রোডের বিপরীত দিকে কাপড়ের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইঞ্জিন ছুটে যায়। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যতদূর জানা গেছে দোকান মালিক ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই দোকান বন্ধ করে সেখান থেকে বাড়ি গিয়েছিলেন। ঠিক আধঘন্টা পরেই হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায় কালো ধোঁয়া উঠছে একটি ঘর থেকে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আন্দাজ করতে পেরে স্থানীয় লোকজন দমকল বাহিনী কে খবর পাঠায়। তাদের তৎপরতায় প্রথম দুটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছায় তারপর আগুনের লেলিয়ান শিখা দেখে আরো দুটি ইঞ্জিন কে কল করা হয়। মোট চারটি ইঞ্জিনের তৎপরতায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ খবর লেখা অব্দি জানা যায়নি।

১০ বছরের সুযোগ হাতছাড়া অনিয়মিত কর্মচারীদের, চর্চা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি পালন করা হলো না গত ৮ বছরে। কিন্তু বিধানসভার অধিবেশনে ডিএ ডিআর অষ্টম বেতন কমিশন এসএলপি প্রত্যাহারের জোরালো দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, গোপাল চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা। চলমান রাজ্যের বিধানসভা বাজেট অধিবেশন নিয়ে রাজ্যের অনিয়মিত কর্মীদের অনেক আশা ও স্বপ্ন ছিল।কারণ ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও কর্মচারীদের জন্য কী কী পদক্ষেপ নিবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল গোটা রাজ্যবাসী। সেই মতো গত ১৬ মার্চ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রবাদী সরকারের কথিত বিকশিত বাজেট পেশ করেছেন। কিন্তু সেই বিকশিত বাজেটে রাজ্যের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য কোনো সুখবর দিতে পারে নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসের সরকার। যদিও বাজেট পেশের শেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কর্মচারী ও পেনশনারদের জন্য ৫ শতাংশ ডিএ ডিআর ঘোষণা দিয়েছেন। ২২ শতংশ ডিএ পাওনা ছিল কর্মচারী সমাজ, পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলেও মুটামুটি খুশিই বলা যেতে পারে। কিন্তু অনিয়মিত কর্মচারীরা এতে খুশি হতে পারেনি, এমনই মন্তব্য করেছেন ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক রতন দেবনাথ। তিনি এক প্রকার উষ্মা-প্রকাশ করে বলেছেন রাজ্যের অনিয়মিত কর্মীরা বর্তমান সরকারের সময়ে সবচেয়ে বেশি শোষণ বঞ্চনার শিকার, কেননা এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল ক্ষমতায় আসলে ৬ মাসের মধ্যে রাজ্যের সকল অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করবে এবং সকল সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু দেখা গেল ক্ষমতায় বসার পর ৪ মাসের মধ্যেই অনিয়মিত কর্মচারীদের বিগত সরকারের আমলে চালু থাকা।নিয়মিতকরণের স্কিমটি বাতিল করে দিয়েছে৩১শে জুলাই ২০১৮তে এবং পরিবর্তে নতুন স্বচ্ছ আইন প্রনয়ণ করবে বলেছিল।রাজ্যের অনিয়মিত কর্মীরা বুক ভরা আশা নিয়ে অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু অপেক্ষা করতে ৮ বৎসর গত হয়ে গেলো। কোনো স্বচ্ছ আইন আর হল না, এর মধ্যে মন্ত্রী বিধায়কদের দুই দুইবার বেতন ভাতা বাড়িয়ে নিয়েছেন।মনে হচ্ছে রাজ্যের মন্ত্রী বিধায়করা আর্থিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল। না হলে এমন হতো না। যাই হোক, অনিয়মিতরা কিন্তু তাদের দাবি আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়াই আন্দোলন করে আসছে ধারাবাহিকভাবে। বিশেষ করে ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের তত্ত্বাবধানে। যেই সংগঠনের আহ্বায়ক পুরুষোত্তম রায় বর্মন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক রতন দেবনাথ ও তরুণ চক্রবর্তী। তাদের নেতৃত্বে গত ৪ঠা জুলাই রাজ্যের ইতিহাসে অনিয়মিতদের সর্ববৃহৎ র‍্যালি তথা মহাকরণ অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যসচিবের নিকট নিয়মিতকরণ, সমকাজে সমবেতন, অবসরে চলে যাওয়া অনিয়মিতদের এক কালীন ১০ লক্ষ টাকা অনুদান, ২০১৮ সনের ৩১শে জুলাই নিয়মিতকরন স্কিম বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার প্রভৃতি ৭ দফা দাবি প্রদান করা হয়েছিল। মুখ্যসচিব দাবিগুলোর প্রতি সহমত পোষণ করে বলেছিলেন, উর্দতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করবেন সহসাই। তাও ৮ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোনো আবাস পাওয়া গেলো না।এর মধ্যে গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়লয় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের ৮ জন অনিয়মিত কর্মীর করা মামলায় অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করার রায় দিয়েছে আগামী ৩ মাসের মধ্যে এবং সঙ্গে বলেছে অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণের স্কিম বন্ধ করে রাখা অবৈধ এবং অসাংবিধানিক। এই রায়ের ফলে রাজ্য সরকার গত ৮ বৎসর ধরে অনিয়মিতদের নিয়মিত করার স্কিম যে বন্ধ করে রেখেছে তা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অপরাধ মূলক। অন্ততঃ এই রায়ের পর রাজ্য সরকারের ঘুম ভাঙ্গার কথা ছিল। অনিয়মিতরা সেই আশা নিয়েই অপেক্ষায় ছিল, যে বিগত দুই বছর ধরে ধারাবাহিক আন্দোলন এবং সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্টের রায়ে হয়তোবা এই ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বাজেটে অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে এবং সহসাই সমাধান করবে। কিন্তু দেখা গেলো এই নিয়ে বিন্দু মাত্র চিন্তা করেনি রাজ্যের রাষ্ট্রবাদী সরকার। ফলে সরকারের প্রতি অনিয়মিতদের ক্ষোভ যে আরো বৃদ্ধি পেল অনিয়মিত নেতৃত্ব রতন দেবনাথের কথাতেই তা স্পষ্ট। এরপরও অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক রতন দেবনাথ সরকারের প্রতি আবেদন রেখেছেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিধানসভা অধিবেশনে রাজ্যের কয়েক হাজার অনিয়মিতদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সর্বদলীয় আলোচনা করে সুষ্ঠু সমাধান তথা নিয়মিতকরণ এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হবেন। অন্যথায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অনিয়মিতরা রাজ্যে গন আন্দোলন সংগঠিত করবে।

অষ্টম বেতন কমিশন নেই ! চরম অসন্তোষ

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। অষ্টম বেতন কমিশন গঠন হবে না? আপাতত বিষয় নিয়ে কোনো সদুত্তর নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। শিক্ষক কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি অষ্টম বেতন কমিশন গঠন। চতুর্থ অর্থ কমিশন গঠনের পর শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য অভিশাপ হলো পে রিভিউ কমিটি গঠনসহ একাধিক সিদ্ধান্ত। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছেন। ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৭২ এখনও হলো না। ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোড রাজ্য বাজেটে মহার্ঘভাতা দেওয়ার বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনকভাবে উল্লেখ না করে বাজেট পেশের অব্যবহিত পরে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চায় যে, আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার যে মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করেছেন, তার জন্য সংগঠনের পক্ষে থেকে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে। যেখানে শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনার তালিকায় আজও ১৭ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বকেয়া, সেখানে এইটুকু প্রাপ্তি শিক্ষক ও কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচ বি রোড মনে করে সরকারকে কেবল নামমাত্র মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করলেই চলবে না, বরং ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে "ভিশন ডকুমেন্ট" প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় হারে বেতনকাঠামো,ভাতাদি এবং মহার্ঘ ভাতা সম্পূর্ণ বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে শিক্ষক কর্মচারীদের আর্থিক মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য ঘোষিত মাত্র ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্যের শিক্ষক ও কর্মচারীদের সাথে স্রেফ এক পরিহাস এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নামান্তর। সমিতি মনে করে নিখিল ভারত উপভোক্তা মূল্য সূচক অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নির্ধারিত হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। ২০১৮ সালে নির্বাচনের প্রাকলগ্নে বর্তমান শাসক দল তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বা "ভিশন ডকুমেন্ট"-এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় হারে বেতন কাঠামো ও ভাতাদি প্রদান করবে। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আজও কর্মচারীদের ১৭ শতাংশ ডিএ বকেয়া রয়েছে। কেন্দ্রীয় হারে বেতন কাঠামো সংশোধিত হয়নি এবং ভাতাদিও আগের মতোই রয়ে গেছে। সমিতি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিয়মিত শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে অনিয়মিত শিক্ষক কর্মচারীদেরও নিয়মিত ভাবে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হতো। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, ২০১৮ সালের পর থেকে বর্তমান সরকার এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দিয়েছে। কেন অনিয়মিত শিক্ষক কর্মচারীদের এই ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো, সমিতি আজ সেই প্রশ্ন বলিষ্ঠভাবে উত্থাপন করছে। সমিতি আরও স্মরণ করিয়ে দিতে চায় বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বছরে দুবার ১লা জানুয়ারি ও ১লা জুলাই ডিএ প্রদান করা হতো। নূন্যতম গড়ে ৩ শতাংশ হারে হলেও ৮ বছরে ১৬ কিস্তিতে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ ডিএ প্রদান করা হতো। সেখানে বর্তমান "ডাবল ইঞ্জিন" সরকার তার ৮ বছরের শাসনকালে শিক্ষক কর্মচারীদের ডিএ প্রদান করা হয়েছে মাত্র ৪১ শতাংশ।সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দাবি করছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন হুবহু কার্যকর করা হয়েছে, বকেয়া ডিএ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে যা সম্পূর্ণ অসত্য। বাস্তবে সপ্তম বেতন কমিশন এর ন্যায় আংশিক বেতন কাঠামো পরিবর্তন করা হলেও ভাতাদি কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচ বি রোড রাজ্য সরকারের কাছে দৃপ্তভাবে দাবী জানাচ্ছে অবিলম্বে বকেয়া ১৭ শতাংশ ডিএ এককালীন মিটিয়ে দেওয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে বেতন কাঠামো ও আনুষঙ্গিক সমস্ত ভাতাদি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।অনিয়মিত শিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাম আমলের ন্যায় নিয়মিত আনুপাতিক বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের অষ্টম বেতন কমিশনের ন্যায় ত্রিপুরাতেও নতুন বেতন কমিশন গঠন করে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ন্যায় বেতন কাঠামো এবং ভাতাদি প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছে সংগঠন। সরকার যদি অবিলম্বে রাজ্যের শিক্ষক ও কর্মচারীদের এই ন্যায্য দাবিগুলো পূরণ না করে, তবে আগামীদিনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের সংগঠনের পতাকা তলে সমাদৃত করে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোড। অষ্টম বেতন কমিশন গঠন সহ একাধিক দাবি উপেক্ষিত!

বিলোনিয়া সাতমুড়া এলাকায় ভয়াবহ অগ্নি কাণ্ডে, পুড়ে ছাই এক ব্যক্তির বসত ভিটে

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ মার্চ।। দুইটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারলোনা বিলোনিয়া সাতমুড়া এলাকার কিংকর সাহার রান্না ঘর সহ দুইটি বসত ঘর। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই ঘরের আসবাবপত্র, স্বর্নালংকার, নগদ অর্থ সহ মুল্যবান নথি পত্র। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাতমুড়া এলাকার বাসিন্দা কিংকর সাহার বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে কি ভাবে আগুনের সূত্রপাত তা জানা যায় নি। অনুমান করা হচ্ছে ভাড়াটিয়ার রান্নাঘর থেকে এই আগুনের সূত্রপাত। কিংকর সাহা একজন চা বিক্রেতা। বাড়িতে ভাড়াটিয়া ছাড়া কিংকর সাহার পরিবার কেউ ছিল না। দাউ দাউ করে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার লোকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কিছু যুবকরা। পরবর্তী সময়ে খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কিন্তু রক্ষা করা যায়নি ঘর গুলি। পরে খবর পেয়ে ছুটে যায় মহকুমা শাসক সহ ডিসিএম।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751